কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মদপান ও ধূমপানের অপকারিতা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ধূমপানের কাল্পনিক উপকারসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ধূমপানের কাল্পনিক উপকারসমূহ

ধূমপায়ীরা নিজেদের দোষকে ঢাকা দেওয়ার জন্য অধূমপায়ীদেরকে ধূমপানের কিছু কাল্পনিক উপকার বুঝাতে চায় যা নিম্নরূপ:

ক. তারা বলে, মনের অশান্তি দূর করার জন্যই ধূমপান করা হয়। তাদের এ কথা নিশ্চিতভাবেই জানা উচিৎ যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরে শান্তির সঞ্চার হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

"জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলার স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়"। [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

খ. তারা বলে, ধূমপান কোনো ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে সহযোগিতা করে। মূলতঃ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর উল্টো, বরং ধূমপান শ্বাসকষ্ট ও গলা শুকিয়ে যাওয়ার দরুন মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

গ. তারা বলে, ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে সতেজ করে তোলে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং এরই প্রভাবে দ্রুত হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়।

ঘ. তারা বলে, ধূমপানে বন্ধু বাড়ে। এ কথা একাংশে ঠিক। তবে ধূমপানে ধূমপায়ী বন্ধু বাড়ে, ভালো বন্ধু নয়।

ঙ. তারা বলে, ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়। এ কথা একেবারেই ঠিক নয়; বরং ধূমপানে ক্লান্তি আরো বেড়ে যায়। কারণ, ধূমপানে স্নায়ু দৌর্বল্য ও রক্ত চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে।

আবার কেউ কেউ তো অন্যের অনুকরণে ধূমপান করে থাকে। কাউকে ধূমপান করতে দেখে তার খুব ভালো লেগেছে তাই সেও ধূমপান করে। কিয়ামতের দিন তার এ অনুসরণ কোনো কাজেই আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعٗا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعٗا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۚ قَالُواْ لَوۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيۡنَٰكُمۡۖ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَجَزِعۡنَآ أَمۡ صَبَرۡنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٖ ٢١﴾ [ابراهيم: ٢١]

"সবাই আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হলে দুর্বলরা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে এতটুকুও রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে: আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখালে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে তা দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই তাতে কিছুই আসে যায় না। এখন আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনো পথ নেই"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২১]

আবার কেউ কেউ তো দাম্ভিকতা দেখিয়ে বলেন, আমি বুঝে শুনেই ধূমপান করছি। এতে তোমাদের কি যায়

আসে? এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে এখন থেকেই পরকালের পরিণতির কথা চিন্তা করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٥ مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسۡقَىٰ مِن مَّآءٖ صَدِيدٖ ١٦ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأۡتِيهِ ٱلۡمَوۡتُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٖۚ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٞ ١٧﴾ [ابراهيم: ١٥، ١٧]

“প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থকাম হলো। পরিণামে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। অতি কষ্টেই তারা তা গলাধঃকরণ করবে; সহজে নয়। সর্বদিক থেকে মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না এবং এর পরেও তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১৫-১৭]

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9597

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন